হইয়া থাকে। এই অভিপ্রায়েই অনন্যনিমিত্ত অর্থাৎ অহৈতুকী ভক্তিযোগের অপবর্গ নাম দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু যথাবিহিত বর্ণ ধর্ম্ম আচরণ করিলেই শ্রীভগবানে অহৈতুকী ভক্তির উদয় হয় না— যতদিন পর্য্যন্ত কোনও ভগবদ্‌ভক্তের সঙ্গলাভ না হয়। ভগবদ্‌ভক্তসঙ্গই একমাত্র অহৈতুকী ভক্তিলাভের হেতু। অতএব নির্গুণা ভগবদ্‌ভক্তি-যোগও প্রকারভেদে বহুবিধ। এই অভিপ্রায়েই ভগবান্ শ্রীকপিলদেব নিজ জননীকে ৩।২৯।৬ শ্লোকে বলিয়াছেন—

ভক্তিযোগো বহুবিধো মার্গৈর্ভাবিনি ভাব্যতে।
স্বভাবগুণমার্গেন পুংসাং ভাবো বিভিদ্যতে॥

হে ভাবিনি! বিশেষ বিশেষ মার্গদ্বারা ভক্তিযোগ বহুপ্রকারে প্রকাশ পাইয়া থাকে। অতএব স্বভাব, স্বরূপ এবং গুণবৃত্তিভেদে পুরুষের অভিপ্রায় ভিন্ন ভিন্ন প্রকার হইয়া থাকে। অর্থাৎ পুরুষের গুণানুরূপ ফল সঙ্কল্পভেদ থাকে বলিয়া ভক্তিরও ভেদ হইয়া থাকে। অতএব ভক্তিযোগের মার্গ অর্থাৎ শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি বৃত্তিভেদে অভিমানের এবং দাস্য, সখ্য প্রভৃতি অভিমানগত ভেদে এবং তমঃ, রজঃ, সত্ত্বগুণ প্রভৃতির ধর্ম্ম হিংসা প্রভৃতির দ্বারা মানবের ভাব অর্থাৎ অভিমত বিবিধ প্রকার হইয়া থাকে। এই শ্লোকের শ্রীপাদ বোপদেব কৃত মুক্তাফল গ্রন্থের হেমাদ্রিকৃত টীকায় উল্লিখিত আছে— "অয়মাত্যন্তিকঃ ততঃ পরং প্রকারান্তরাভাবাৎ। অস্যৈব ভক্তিযোগ ইত্যাখ্যা অন্বর্থেন ভক্তিযোগস্যাত্রৈব মুখ্যত্বাৎ। ইতরেষু ফল এবানুরাগো ন তু বিষ্ণৌ ফললাভেন ভক্তিত্যাগাদিতেষা।" অর্থাৎ এই ভক্তিযোগই আত্যন্তিক পুরুষার্থ ; যেহেতু এই নির্গুণ ভক্তিযোগের পর আর প্রকারগত ভেদ নাই। কারণ সত্ত্ব, রজঃ, তম—এই তিন গুণের অতীত ভক্তিযোগের বৃত্তিগত ভেদ হইতে পারে না। গুণময় ভক্তিযোগে ফললাভেই অনুরাগ থাকে, কিন্তু শ্রীবিষ্ণুতে অনুরাগ থাকে না। যেহেতু ফললাভ করিতে না পারিলে ভক্তিকে ছাড়িয়া দেয়। শ্রীগোপাল তাপনী শ্রুতিতেও দেখা যায়— "ভক্তিরস্য ভজনং তদিহামুত্রোপাধিনৈরাস্যেনামুস্মিন্ মনঃকল্পনমেতদেব নৈষ্কর্ম্ম্যং" এই শ্রীকৃষ্ণের ভজনই ভক্তি, সেই ভজনও ঐহিক ও পারলৌকিক সুখভোগের লালসাশূন্য হইয়া শ্রীকৃষ্ণেই সঙ্কল্প রক্ষা—ইহারই নাম নৈষ্কর্ম্ম্য। শতপথ শ্রুতিতেও দেখা যায়—"স হোবাচ যাজ্ঞবল্ক্যাস্তৎপুমানাত্মহিতায় প্রেম্না হরিং ভজেৎ" "শতপথ ঋষি বলিয়াছিলেন—হে যাজ্ঞবল্কগণ! মানব আত্মকল্যাণার্থ প্রীতিমানসে হরিকে ভজন করিবে, অর্থাৎ শ্রীহরিতে